উজ্জ্বল উদ্ধার

জর্জ মন্টেগু,
আর্ল অব স্যান্ডউইচ
অনুবাদ : স্বামী চেতনানন্দ

একটি বিলুপ্ত স্মৃতি

১৯১২ সালে আমি, আমার স্ত্রী (অ্যালবার্টা স্টার্জেস, স্বামী বিবেকানন্দের এক ভক্ত), তার মা মিসেস লেগেট এবং লর্ড মার্জেসনের বোন ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তখন আমরা বার্মা ও সিংহল দর্শন করি। আমার স্ত্রী অল্প বয়সে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দকে সাক্ষাৎ করে। এই সাক্ষাৎকারের ঠিক কয়েক বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। অ্যালবার্টার সৎ পিতা মি. লেগেট ও মা স্বামী বিবেকানন্দকে নিউইয়র্কে আপ্যায়িত করেছিলেন। পরবর্তী কালে অ্যালবার্টা বিবেকানন্দকে রোম দেখাতে নিয়ে যায় এবং সেখানকার ক্যাথেড্রালে High Mass-এ যোগদান করে। এই পূজা-অনুষ্ঠান স্বামীজীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল—অ্যালবার্টা আমাকে বলেছিল।

বর্তমানে বিবেকানন্দ বেদান্তের বাণীপ্রচারক হিসাবে শুধু ভারতে নয়, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশেও বিশেষভাবে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন ভারতের বিখ্যাত মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে ও অন্যত্র পবিত্র অবতাররূপে স্বীকৃত এবং খ্রিস্ট ও মহম্মদের মতো

পূজিত। ভারত ভ্রমণকালে আমাদের কয়েকটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়—যা আমার স্ত্রীর বিবেকানন্দকে জানার সঙ্গে বিজড়িত। আমি মনে করি ওই মূল্যবান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

অ্যালবার্টা স্টার্জেস

আমরা একবার আজমিরে মেয়ো কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস ওয়েডিংটনের বাড়িতে ছিলাম। এই কলেজে ভারতের বিভিন্ন রাজা ও রাজনৈতিক নেতাদের ছেলেরা পড়াশোনা করে। সেখান থেকে আমরা পুষ্করে ব্রহ্মা মন্দির দর্শন করতে যাই। ভারতের এটিই একমাত্র ব্রহ্মা মন্দির। আমরা পৌঁছলে প্রধান পুরোহিত বিদেশি দেখে মামুলিভাবে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু আমার স্ত্রী যখন বলে যে সে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পরিচিত, তখনই তাঁর চোখেমুখে দারুণ পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি তাঁর সহকারীকে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এনে দেখাতে বললেন। প্রধান পুরোহিত আমাদের মন্দিরের সর্বোচ্চ তলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন সন্ন্যাসী একদল ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। পুরোহিত সেই সন্ন্যাসীকে বললেন যে আমার স্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দকে জানেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে মুগ্ধ হলেন।

এরপর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মহেন্দ্র গুপ্তর (M.) সঙ্গে দেখা করি। মহেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচনা করেন। আমরা নৌকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাই, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মহেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তুরীয়ানন্দের হাসিখুশি ভাব আমার ভাল লেগেছিল। দেখলাম দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে কিছু মানুষ ধ্যান করছেন। মহেন্দ্রও নীরবে ধ্যান করতে লাগলেন।

তারপর গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে দক্ষিণেশ্বরের অপর দিকে বেলুড় মঠ দর্শন করি। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য শিবানন্দ, প্রেমানন্দ ও সঙ্ঘের অন্যান্য যুবক সাধুদের সঙ্গে দেখা হয়। প্রেমানন্দ যখন আমাকে আলিঙ্গন করলেন তখন

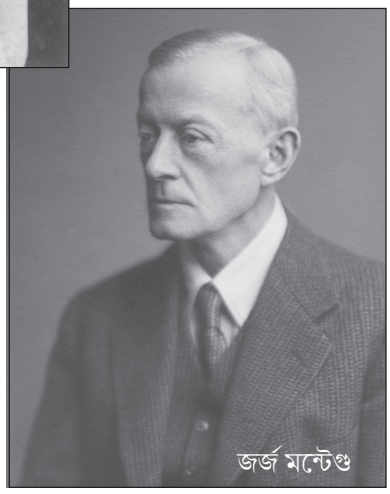

জর্জ মন্টেগু

আমি হতবাক হয়ে গেলাম; মনে হল আমি যেন পূর্বজন্মে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। মিসেস লেগেটের বোন মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় জানতেন এবং তাঁর শিষ্যা ছিলেন। তিনি তখন বেলুড় মঠে ছিলেন। বেলুড়ের গেস্ট হাউসে গঙ্গামুখী একটি ঘরে তিনি থাকতেন এবং কখনও সমস্ত বা অংশত শীতকাল সেখানে কাটাতেন। কয়েক বছর আগে মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীরে নৌকায় বাস করেছেন। তিনি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী সারদা দেবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ইনি এখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে Saint হিসাবে পূজিতা।

সমাজের প্রথানুসারে সারদা দেবীর খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়; কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁদের কোনও দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। তিনি খুব যত্নের সঙ্গে স্বামীর সেবা করতেন এবং তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। আমি বিশ্বাস করি সারদা দেবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় গৌরবের বিষয় ছিল—এটি একটি সাধারণ সৌজন্য বিনিময় ছিল না। আমরা তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম এবং আশীর্বাদ লাভ করলাম।

স্বামীজীর আর এক পাশ্চাত্য শিষ্যা ছিলেন মার্গারেট নোবল—যাঁর নাম ছিল নিবেদিতা। আমাদের ভারত ভ্রমণের কিছু পূর্বে নিবেদিতা হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ-বিষয়ে তিনি ভারতের গর্ভনর জেনারেলের স্ত্রী লেডি কারমাইকেলের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেন।

হিন্দুধর্মে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথম, আমরা যখন বার্মা থেকে মাদ্রাজ যাই, তখন জানতে পারি স্থানীয় শিবমন্দিরে উৎসব হচ্ছে। মন্দিরটি আমাদের হোটেল থেকে বেশ কিছু দূরে। আমি ও অ্যালবার্টা একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মন্দির দর্শনে যাই, কিন্তু ড্রাইভার আমাদের খ্রিস্টান দেখে মন্দিরে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। যাইহোক, সে দূর থেকে আমাদের মন্দিরের পথ দেখিয়ে দেয়। মিসেস লেগেট ও মিস মার্জেসন আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা মন্দিরের একটি বন্ধ দরজাতে মৃদু আঘাত করতে একটি যুবক ছাত্র দরজা খুলে দিল। সে ইংরেজিতে আমাদের সঙ্গে কথা বলল এবং মন্দিরে পূজা দর্শনের ইচ্ছা জেনে বিস্মিত হল। অ্যালবার্টা যখন তাকে বলল যে সে আমেরিকাতে বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে জানত, তখন যুবকটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। সে এই সংবাদটি মন্দিরের কর্মচারীদের বলল এবং ক্রমে তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা লক্ষ করলাম মানুষগুলির মুখে আনন্দের ছাপ। এরপর যুবক ছাত্রটি আমাদের মাথায় ফুলের তোড়া পরিয়ে দিল এবং এক বিরাট পুকুরপাড়ে প্রথম সারিতে কুশন পেতে বসতে দিল। তারপর পুরোহিতরা অলংকারমণ্ডিত এক উৎসব-বিগ্রহকে নৌকার মধ্যে বসিয়ে ধীরে ধীরে পুকুরের চারিদিকে ভ্রমণ করাতে লাগলেন। ভক্তেরা সেই ধ্যানস্থ দেবমূর্তিকে প্রণাম করলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই শহরে। সেখানে মন্দির দর্শনকালে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি আমাদের একটি মঞ্চ দেখান যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে বক্তৃতা দেন এবং শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।